দৈনিক খবর 01

তারিখ 12 MAY 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিশু পুস্তক ও শিশু শিক্ষা

● চৌধুরী হাবীবুর রহমান সিদ্দিকী ●

সাহিত্য শব্দটা খুবইট ব্যাপক এবং অথবোধক। সোজা কথায় মানুষের ভাব ও ভাবনা, চিন্তা ও জ্ঞান এবং বিচিত্র অনুভূতির ভাবার্থিত মূর্তিটি আমাদের কাছে সাহিত্য নামে পরিচিত। এই অর্থে ব্যবহার করলে শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অবশ্য শিক্ষাকেও এখানে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করতে হবে। বর্ণ পরিচয় বা বাল্যশিক্ষা যেমন বিদ্যার্জনের প্রথম সোপান, তেমনি 'আবোল-তাবোল', 'শিশু', 'ঝিংগে ফুল' প্রভৃতিও মানসিক এবং চারিত্রিক শিক্ষার এক একটি ধাপ। সেজন্য শিশুদের বই এমন হতে হবে যা তাদের ভালো লাগবে এবং যা পড়ে তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোতে সাড়া জাগবে। সে জন্য প্রচলিত ভুল ধারণা অনুযায়ী নীতিকথা শোনাবার প্রয়োজন হয় না, হিতোপদেশ দেবারও দরকার নেই। শিশুদের মন মত ভালো বই তাদের পাওয়া দরকার।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাজারে ছোটদের বই বলে যা বিক্রয় হয়, তার প্রায় সবই শিশুদের হাতে দেবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শিশুদের জন্য বই কিনতে গিয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বিব্রত বোধ করেন। কারণ লেখক ও প্রকাশক বেমালুম ভুলে যান যে, তারা শিশুদের পুস্তক লিখছেন ও প্রকাশ করছেন। তাদের কঠিন ভাষায় অর্থাৎ শিশুদের বোধগম্য ভাষায় পুস্তক লিখেন না অথবা মনস্তাত্ত্বিক মতে শিশুদের কোন্ বয়সে কত ভাষা তাদের আয়ত্তে থাকে এ কথা বুঝতেও চেষ্টা করেন না ফলে অবোধগম্য ভাষায় লিখিত পুস্তক শিশুদের পাঠাভ্যাসে যেমন অরুচির ও বিরক্তির সৃষ্টি করে তেমনি তাদের মস্তিকে বিরাট চাপ সৃষ্টি করে মেধা-শক্তির বিলোপ সাধন করে। আর এ জন্যেই আমাদের দেশের শিশুদের বহুলাংশ দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ সমাপ্তি ঘটায় আর কিছু মধ্যম মেধাশক্তিসম্পন্ন শিশু বড় জোর এসএসসি পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েই শেষ হয়ে যায়। আর যারা সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভে সমর্থ হয় তারা বিশেষ মেধাশক্তিসম্পন্ন বলে পরিগণিত হয়। খুশি মনে শিশুদের হাতে তুলে দেবার মত বই বাজারে যে ক'খানা পাওয়া যায়, তা হাতের আঙ্গুলে গুণে বলা যায়। অথচ বইতো শিশুদের জন্যে কিনতেই হবে, নইলে তারা নিজেরাই কিনে পড়বে। পড়ার এই প্রশংসনীয় আগ্রহকে তো আর মেরে ফেলা যায় না। ভবিষ্যতের আশা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে উচ্ছ্বাস আমরা কম করি না। শিশুরাই যদি দেশের ভবিষ্যৎ হয় আর মহত্তর জাতি গঠনই যদি আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ হয় তবে তথাকথিত শিশু সাহিত্যের এ বিকৃতি ও দৈন্যের বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ হতেই হবে। নইলে ফল ভোগ করব আমরাই। আমাদের অভিভাবকরা, সাহিত্যিকেরা এবং প্রকাশকরা যত শিগগিরই এ সম্বন্ধে অবহিত হন ততই ভাল।

প্রথমতঃ অভিভাবকের কথাই ধরা যাক। আমাদের অভিভাবকরা গোড়াতেই ভুল করে বসেন। সেটা হচ্ছে লেখাপড়া সম্বন্ধে ছোটদের মনে একটা আতংক ও বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলা। যে সব বই থেকে তাদের অক্ষর পরিচয় হয় তার পাতার কালো হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোটরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে, ঐ অর্থহীন রেখার হিজিবিজিগুলো কেন তাদের শিখতে হবে। কি সার্থকতা সেগুলো শিখার। অক্ষর পরিচয় যে শিক্ষার প্রথম সোপান, বিবর্ণ বিরল বর্ণ পরিচয় কী করে তার সন্ধান দেবে? অভিভাবকদের দিক থেকে বক্তব্য এই যে, ছোটরা পাঁচ-সাতখানা বই না ছিঁড়ে অ-আ শিখবে না, কাজেই যত সস্তার বই হয় ততই ভালো। অথচ এই সহজ কথাটা তাদের বোধগম্য হয় না যে, ছোটরা সেই সব বই-ই ছেঁড়ে, যা তাদের ভালো লাগে না। প্রচলিত বর্ণ পরিচয়ের বইগুলোর মধ্যে শিশুদের আকৃষ্ট করবার মত কিছু থাকে কি? থাকে কেবল মুখস্থ করার বিভীষিকা। যদি তারা সুন্দর ছবি, সুন্দর ছড়ার বই পেতো, যদি বইখানি তাদের কাছে লোভনীয় মনে হত, তাহলে তারা ওই বই ছিঁড়তো তো না-ই হয়তো ছাড়তেই চাইতো না। আর যদি তারা জানতো যে বইয়ে যে সব চমৎকার, সুন্দর মজাদার লেখা আছে অক্ষর চিনলে তারা নিজেরাই পড়তে পারবে- আব্বা, আম্মা,

দিয়ে পড়িয়ে আর গল্প শুনতে হবে না, তাহলেই পড়ায় তাদের আগ্রহ জন্মাতো- কেননা, লেখাপড়া শেখায় যে আনন্দ, সে আনন্দের একটু স্বাদ নিয়েই হতো তাদের শিক্ষার শুরু।

ছড়া গল্প আর ছবির সঙ্গে বর্ণমালার যে সম্বন্ধ সেটা হচ্ছে সাহিত্য ও শিল্পকলার সঙ্গে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য ও ওতপ্রোত সম্বন্ধ। এ কথা গোড়া থেকেই উপলব্ধি করতে না পারলে কোন শিশুই সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অভিভাবক সমাজ আজও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন। নতুবা শিশুদের প্রথম শিক্ষার জন্য প্রকৃতই লোভনীয় বই একখানাও আজ পর্যন্ত হল না কেন? সবেধন নীলমণির মত আছে যোগীন বাবুর একখানা 'হাসি-খুশি'। 'হাসি-খুশি' পেয়েই আমাদের শিশুরা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল- তার প্রমাণ এর অসংখ্য সংস্করণ ও অনুকরণে। কিন্তু 'হাসি-খুশিই' যে ছোটদের জন্য যথেষ্ট ভালো অথবা চূড়ান্ত ভালো, এ কথাই বা বলি কি করে? যদি একেই সবচেয়ে ভালো বলে মেনে নেয়া হয় তবে তো কলংকের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে বই কমবে না। কারণ তিন পুরুষ ধরে একই বই ছোটদের বর্ণ পরিচয়ের অদ্বিতীয় বই হয়ে থাকলে বুঝতে হবে বাংলার সাহিত্যিকদের মগজে ঘুণ ধরেছে বা বাঙ্গালীদের সংস্কৃতিতে স্থবিরতা এসে পড়েছে- শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর বাঙ্গালীর পক্ষে এরচেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে? যদি রবীন্দ্রনাথ 'সহজ পাঠ' না লিখতেন তাহলে স্বীকার করতে হতো বিদ্যার্জনের প্রথম থেকেই সাহিত্যের স্বাদ দেবার মতো একখানা বইও বাংলায় নেই তাছাড়া সহজ পাঠের পর্যায়ের পূর্বেও তো শিশুকে শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করবার আর একটা ধাপ আছে। তার জন্যেই বা আমাদের দেশে কি আয়োজন আছে? এখন প্রশ্ন : এ দোষ কার? অভিভাবকরা বলেন, বাজারে এরচেয়ে ভালো বই পাওয়া যায় না, আমরা কি করবো? প্রকাশকরা বলেন, সাহিত্যিকরা এরচেয়ে ভালো বই লিখেন না এবং লিখলেও প্রচলিত ক'খানি বই ছাড়া নতুন বই চলে না। সুতরাং আমরা ছাপিয়ে কি করব? সাহিত্যিকরা বলেন, লিখতে কি আমরা পারি না? তাতো নয়। তবে লিখলে বই চলে না বলে প্রকাশক টাকা দেয় না। যদি টাকা না পাই তবে বই লিখেই বা কি করবো? প্রত্যেকের অভিযোগই যথার্থ সত্য। কিন্তু একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে মূলতঃ দোষ আমাদের অভিভাবকদের। তারা নতুন ধরনের বই কিনতে চান না। তাই প্রকাশকরা ছাপাতে চায় না এবং সাহিত্যিকরাও লিখেন না। আগামী যুগের দায়িত্ব যাদের হাতে তাদের পক্ষে বাজারে বই পাওয়া যায় না- এ যুক্তি, এ নিরুপায় ঔদাসীন্য অত্যন্ত অশোভন। পাওয়া যায় না তো আপনারা চাহিদা সৃষ্টি করবেন না কেন? দোকানে দোকানে অথবা প্রকাশকদের কাছে গিয়ে অথবা চিঠি লিখে আপনাদের প্রয়োজনের কথা জানান না কেন? সরকারী-বেসরকারী সামান্যতম ত্রুটি নিয়ে খবরের কাগজে তুমুল আন্দোলন চলে থাকে, কিন্তু অত বড়ো একটা অভাবের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। আমাদের দেশের প্রকাশক গোষ্ঠীর বেশীর ভাগই ব্যবসায় বুদ্ধিপ্রবণ। তাদের সাহিত্যপ্রীতি, সাহিত্যিক আদর্শ বা দেশের ছেলেমেয়েদের ভালো করবার প্রচেষ্টার কথা ছেড়েই দিলাম। গতানুগতিকেই তারা অভ্যস্ত। প্রয়োজনীয় বই-এর জন্য একটা সোরগোল না তুললে নতুন ধরনের বই ছাপাবার ঝুঁকি তারা সহজে নেবে না- এতো জানা কথাই। আসল কথা তাও নয়। চাহিদা বৃদ্ধি করবেন কারা এবং কখন? চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারেন শিশুদের অভিভাবকগণ, যখন তারা বুঝতে পারবেন যে, তাদের শিশুদের জন্য কোন্ বইটা ভাল, কোন্টা মন্দ। কিন্তু বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে যে, শিশুর প্রয়োজন, তার ভালো লাগা, মন্দ লাগা সম্বন্ধে অধিকাংশ অভিভাবকই অবহিত নন। বাড়ীর যিনি কর্তা তিনি হয়তো বাইরের কাজের চাপে সে কথাটা ভুলে থাকেন আর যিনি গিন্নী তার হয়তো অক্ষর পরিচয়টুকুও নেই, সুতরাং শিশুর বই বদলাবেন কে? আদর্শলিপি যে শিশুদের ভাল লাগতে পারে না, কোন্ অভিভাবক আর সে কথা উপলব্ধি করে অশুদ্ধ বাংলা আর খারাপ ছড়ায় লেখা বই তাঁর বংশধরের হাতে তুলে না দেন? ছোটদের জন্য বই কিনতে গিয়ে মলাট আর দাম ছাড়া কী-ই বা তারা দেখেন? রঙচঙে মলাট অথচ কম দামী বই-ই হলো তাঁদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ, যেন মলাটই হলো পড়বার বিষয়বস্তু। তাই প্রকাশকরা যখন জানেন যে, যতো বাজে লেখা হোক, কোনো এক বিশেষ ধরনের বই হলেই তা বিক্রি হবে, তবে তারা বেশী পয়সা খরচ করে ভালো লেখকদের দিয়ে বই লেখাবে কেন? এ সব প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

অভিভাবকেরা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রকৃতই সচেতন নন। অক্ষর পরিচয় থেকে স্কুলে পাঠিয়েই যেন তাঁরা তাদের কর্তব্য শেষ করেন। বিদ্যালয়ে পাঠাবার পর শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব আর তারা অনুভব করেন না। তখন থেকে যেন সে দায়িত্ব বিদ্যালয়রূপী নৈর্ব্যক্তিক স্কন্ধে অর্পণ করে নিশ্চিত হয়ে যান। কেবল লক্ষ্য রাখেন ছেলেরা যাতে কোনো নাটক নভেল পড়ে বয়ে না যায়। অথচ তারা এটা বোঝেন না যে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য পঠনে শিশুদের কোন অপকার হতে পারে না এবং 'ছিন্ন মস্তার মন্দির' হত্যার বিভীষিকা কিংবা ঐ জাতীয় অসংখ্য বই পড়ার চেয়ে গোনা বা গল্পগুচ্ছ পড়া শিশুদের মনের পক্ষে অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর। এরপর আছে লেখকদের কথা। সব লেখকই যে শিশুদের মনের মতো, লেখা লিখতে পারেন না কিংবা সর্বদাই তাদের মনের প্রয়োজন সম্পর্কে অনবহিত, তা নয়। তাহলে আর রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ, 'সে', নজরুল ইসলামের ঝিংগে ফুল, বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', সুকুমার রায় ও সুনির্মল বসুর বহু বই-এর সৃষ্টি হতো না। কোনো প্রতিদানের আশা না রেখে শুধুমাত্র আদর্শের খাতিরেই বহু সাহিত্যিক শিশুদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন বলেই এখনো শিশুদের পড়বার মতো খান-কয়েক বই বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ক্রেতা ও প্রকাশকদের থেকে উৎকৃষ্ট শিশু সাহিত্যিকরা যে অবহেলা ও ঔদাসীন্য পেয়ে এসেছেন, তাতে সাহিত্যের এ বিভাগটি সম্বন্ধে তাঁদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলে তারা দোষী হবেন না। শুনেছি, কোন একজন নামজাদা শিশু সাহিত্যিক একখানা শিশুদের কাগজ পরিচালনা করে, তার জন্য প্রতি মাসে নামে-বেনামে, ছদ্মনামে প্রায় গোটা দশেক লেখা লিখে দিয়ে পেতেন মাত্র পঞ্চাশ টাকা। এরপরেও তিনি যে কি করে লিখতে পারতেন সে কথাই শুধু ভাবি। আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যিক বলেই বোধহয়। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, সম্প্রতি সিগনেট প্রেস কর্তৃক সুন্দর ও সুচারুরূপে প্রকাশ করবার পূর্ব পর্যন্ত স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের একখানি অতুলনীয় বই বহুকাল দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং এখনো তাঁর বহু রচনা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রয়েছে। এখনো টুনটুনির বই, আরো গল্প, ঝিংগে ফুল ইত্যাদি শিশু সাহিত্যের সেরা সব বই ছাপা নেই, এই কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও ছাপাখানার দুর্মূল্যের বাজারেও প্রতি মাসে অসংখ্য বীভৎস গোয়েন্দা কাহিনী ও নকল বিজ্ঞানের অসম্ভব গল্পের বই বেরুচ্ছে। অথচ যাঁরা এর গোড়া পত্তন করে গেছেন কেবলমাত্র আদর্শের খাতিরে, তাঁরা প্রতিদান পেয়েছেন সামান্যই। প্রতিভার মূল্য দূরে থাক পরিশ্রমের মূল্যও তাঁরা অনেকেই পাননি, এমনকি উপযুক্ত খ্যাতিও তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। সুকুমার রায়কে বাঙ্গালী পাঠক প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিল, অখিল নিয়োগী শিশু সাহিত্য ছেড়ে সিনেমায় যোগ দিয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামই তো বোধ হয় আজকের ছেলেরা কেউ জানে না। অথচ যারা নকল বিজ্ঞান আর রহস্য রোমাঞ্চের বিষ ভাণ্ড নিয়ে শিশুদের বাজার জাঁকিয়ে বসে আছে তাদের কতো নাম, কতো আয়। এর একমাত্র প্রতিকার হলো, বড়ো এবং ভালো সাহিত্যিকদের এদিকে আকৃষ্ট করে তাদেরকে কাজে লাগানো। কিন্তু এ দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশকদের এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণের। যে সব কুৎসিৎ, রোমাঞ্চকর বই-এ বাজার ছেয়ে আছে, তাদের যদি একেবারে দূর করে দেয়া নাও যায় অন্ততঃ তাদের পেছনে হটিয়ে দিতে হবে ভালো বই সামনে রেখে। তা সম্ভব হতে পারে যদি অভিভাবক এবং ক্রেতাগণ সংকল্প করেন যে, ভালো সাহিত্যিকের লেখা এবং ভালো শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে লেখা বই ছাড়া শিশুদের জন্যে কিনবেন না। আর হতে পারে যদি শিশুদেরকে ভালো ভালো বই পড়তে দিয়ে, ভালো সাহিত্যের সন্ধান দিয়ে এবং ভালো ভালো বিষয়ে তাদের ঔৎসুক্য জাগিয়ে ভালো সাহিত্যের দিকে তাদের রুচি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হয়। এ বিষয়েও আমাদের সাহিত্যের দুর্দশা অনবগোপ্য। কিন্তু উৎকৃষ্ট গল্প-কবিতা ছাড়া কোনো বিষয়েই কোনো ভালো বই শিশুদের জন্য আজো লেখা হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্ব পরিচয়' একেবারে শিশুদের জন্য অচল- অন্ততঃপক্ষে নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্র ব্যতীত ওটা কারো বোধগম্য হবে না। যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'শিশু ভারতী' (Children's Encyclopeedia) এ অভাব অনেকখানি মোচন করেছিল। যদিও একেবারে শিশুদের জন্যে সেখানাও অনুপযুক্ত। নির্ভুল অথচ মনোরঞ্জক এবং কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস-বিজ্ঞান-ভূগোল-জ্যোতির্বিদ্যা-ভ্রমণ-শিকার- প্রাণীবিদ্যা- উদ্ভিদ বিদ্যা কতো বিষয়েই তো ভালো বই লেখা হওয়া উচিত। ছেলেবেলা থেকে নিজের রুচি ও ঝোঁক অনুযায়ী বই বেছে পড়বার কোনো সুযোগই তো ছোটরা পায় না। সে জন্যে স্বভাবতঃই গল্প-উপন্যাস-কবিতা আর রহস্য-রোমাঞ্চের মধ্যে তাদের মনটা ঘুরে মরে। অধিকাংশ ছেলেমেয়েই জানতে পারে না তাদের মনের গতি কোন্ দিকে। মনের বিশেষ ঝোঁকটিকে বলিষ্ঠ করে তোলবার কোনো সুযোগই তারা বড়ো হবার আগে পায় না। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেরানী হয়েই তারা বেরোয়, অন্য কোনো বিষয়েই আর তাদের যোগ্যতা থাকে না।

যেহেতু প্রকাশকদের কাছে আজো আমাদের সাহিত্যকদের সমাদর স্বল্প (অবশ্য ভালো ঔপন্যাসিক ছাড়া) সেহেতু তাদের মধ্যে যারা উৎসাহী, তারা অনুবাদের দ্বারা বাংলায় ভালো সাহিত্য আমদানী করার কিছু কিছু চেষ্টা শুরু করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা কথা সর্বদা মনে থাকা প্রয়োজন ভালো সাহিত্যও খারাপ অনুবাদকের হাতে পড়ে খারাপ সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এ কথাটাও ভেবে দেখবার মতো যে দেশে যে সময়ে অতগুলো ভালো সাহিত্যিক রয়েছেন, সে দেশে ভালো সাহিত্যের জন্য সর্বদাই পরের দ্বারে হাত পাততে হবে, এটাও আমাদের আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর। প্রকাশকরা যদি ভালো সাহিত্যিকদের এনে ছোটদের অভাব মোচনের কাজে লাগাতে পারেন তবে যে কেবল দেশেরই উপকার হবে তা নয়, তাতে প্রকাশক ও সাহিত্যিক দু'য়েরই সুনামও প্রচুর পরিমাণে লাভ হবে- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বস্তুত : প্রকাশকদের দায়িত্ব এ বিষয়ে অপরিসীম, যারা চালের সঙ্গে কাঁকর, আটার সঙ্গে বালি এবং ঘিয়ের সঙ্গে চর্বি মেশায় তারা যে দেশের ও দশের পরম শত্রু এ বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে মতদ্বৈধতা নেই। কিন্তু যারা মনের খোরাকে ভেজাল মেশায় শৈশব থেকে বীভৎসতা, ন্যাকামি আর অশুদ্ধ বাংলা পরিবেশন করে যারা আমাদের শিশুদের মন, রুচিকে বিকৃত করে তোলে তাদের জন্য কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা পেনালকোডের ধারায় সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

এ কথা উপলব্ধি করবার দিন আজ এসেছে যে, শিশুদের শিক্ষা ও সাহিত্যকে অভিন্ন করে না তুলতে পারলে শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ এবং সাহিত্য হবে পঙ্গু। এ শিক্ষার মানে 'সদা সত্য কথা বলিবে' 'চুরি করা বড় দোষ' এবং মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের গল্প মাত্র নয়। এ শিক্ষার মানে শিশুদের মনে যতগুলো সদপ্রবৃত্তি অপুষ্ট আছে, তাদের ফুটিয়ে তোলা। এই সদপ্রবৃত্তির মধ্যে আছে ভদ্রতা, সমবেদনা ও করুণা; আছে উচ্চাকাংখা, নির্ভীকতা ও স্বাদেশিকতা; আছে দয়া, দাক্ষিণ্য ও মমতাবোধ; আছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সন্ধান। আবার তেমনি আছে রসানুভূতি, কাব্যবোধ ও সাহিত্য-প্রীতি; আছে অনুসন্ধিৎসা ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কিছুকে বিচার করার ক্ষমতা। পরিপূর্ণ শিক্ষার জন্য এর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু আমাদের লজ্জার পরিসীমা নেই এ জন্য যে, আমরা আজো এর অধিকাংশকেই ভুলে রয়েছি। প্রমাণ, আমাদের বর্তমান শিশুদের সাহিত্য।

শিশুর মেধা বিকাশের পথে আরেকটা বড় অন্তরায় হলো এক সাথে অনেকগুলো বই-এর চাপ। সেই সাথে রয়েছে একাধিক ভাষা ও বিষয়বস্তুর চাপ। এ চাপ হ্রাস করা দরকার। কারণ এক গাদা বই ভাষা ও বিষয়বস্তু শিক্ষার চাপের দরুন শিশুরা তোতা পাখির মতো বই মুখস্ত করে কিন্তু বিষয়গুলো কিছুই বুঝতে পারে না। একই সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার পথে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। এ বাধা-বিঘ্নগুলো দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরী মনোযোগ আকর্ষণ করছি।